মুরগির ঠোঁট কাটার (ডিবিকিং) প্রয়োজনীয়তা, সময় এবং সাবধানতা

মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ

ডিবিকিং কি?

মুরগির ঠোঁট বেশি লম্বা এবং সুঁচালো হলে এরা সহজেই খেতে পারেনা, ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য নষ্ট হয়। অনেক সময় এদের মধ্যে ঠোকরা-ঠুকরির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই নির্দিষ্ট বয়সে মুরগির ঠোঁটের নির্দিষ্ট অংশ কেটে ফেলা হয়। একেই ডিবিকিং বা ঠোঁট কাটা বলে।

ঠোঁট কাটার প্রয়োজনীয়তা

১. মুরগি নিজেদের মধ্যে ঠোকরা-ঠুকরি করে যাতে একে অপরকে আঘাত করতে না পারে, সেজন্য ঠোঁট কর্তন আবশ্যক। বিভিন্ন কারণে মুরগি নিজেদের মধ্যে ঠোকরা-ঠুকরি করতে পারে। এই ঘটনাকে ক্যানিব্যালিজম (Canibalism) বলে। মুরগি একে অপরকে ঠোকরা-ঠুকরি করার কারণ গুলো হল-

ক) সুষম খাদ্যের পরিমাণ কম হলে।

খ) খাদ্যে লবণ ও ক্যালসিয়ামের পারিমাণ কম থাকলে।

গ) অল্প জায়গায় অধিক মুরগি থাকলে।

ঘ) খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজের ঘাটতি থাকলে।

ঙ) ব্রুডারের নিচে অত্যধিক গরম থাকলে।

চ) আলোর পরিমাণ বেশি হলে।

ছ) বদ অভ্যাসের কারণে।

২. মুরগীর ডিম ভেঙ্গে খাওয়ার প্রবণতা কমিয়ে আনতে ঠোঁট কাটা প্রয়োজন।

৩. খাদ্যের অপচয় রোধ করতে ঠোঁট কাটা প্রয়োজন।

৪. খাদ্যের রূপান্তর হার বৃদ্ধি করতে ঠোঁট কাটা প্রয়োজন।

৫. মুরগির দৈহিক সমতা বৃদ্ধি করতে ঠোঁট কাটা প্রয়োজন।

ঠোঁট কাটার সময়

খাঁচা, মাচা এবং লিটারে মুরগি পালনের ক্ষেত্রে ঠোঁট কাটা অবশ্যই প্রয়োজন। সাধারণত ১ থেকে ১০ দিন বয়সে বাচ্চাদের প্রথম ঠোঁট কাটা হয়। পরবর্তীতে ১০ থেকে ১২ সপ্তাহ বয়সে ঠোঁটের ১/৩ অংশ কেটে ফেলা প্রয়োজন। সঠিকভাবে ঠোঁট কাটা হলে বছরে দু'বারের বেশি ঠোঁট কাটার প্রয়োজন হয় না।

ঠোঁট কাটার পদ্ধতি

- উপরের ঠোঁট বাচ্চার নাকের ২সেমি সম্মুখ হতে এবং উপরের ঠোঁট হতে নীচের ঠোঁট ০.২ সেমি বড় রাখতে হবে।
- উভয় ঠোঁট পৃথকভাবে কাটতে হবে।
- ঠোঁট কাটার সময় তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই। মিনিটে ১৫ টির বেশি মুরগির ঠোঁট কাটা উচিত নয়।
- ইলেকট্রিক যন্ত্রের সাহায্যে ঠোঁট কাটলে যন্ত্রের সংস্পর্শে ২ সেকেন্ড ধরে রাখলে সঠিক ভাবে ঠোঁট কাটা হয়।
- উপরের ঠোঁটের সামনের দিকের অংশ যেটির রং কিছুটা সাদাটে এবং সুচালো হয় (ঠোঁটের ১/৩ ভাগ অংশ) সেটিই কেটে বাদ দেয়া হয়। এখানে কাটলে কোন রক্তপাত হয় না। নীচের ঠোঁটের একবার সামনের অংশও কেটে বাদ দেওয়া উচিত।

ঠোঁট কাটার পরবর্তী পরিচর্যা

ঠোঁট কাটার ২ দিন পূর্ব থেকে পরবর্তী ৩ দিন পানির সাথে "ভিটামিন কে"সহ অন্যান্য ভিটামিন ব্যবহার করতে হবে। খাদ্যের সাথে অতিরিক্ত প্রোটিন বা আমিষ ব্যবহার করা উচিত। পানির পাত্রের গভীরতা বৃদ্ধি করতে হবে। ঘরে নিপল ড্রিংকার থাকলে এর পাশাপাশি ট্রাফ ড্রিংকার ব্যবহার করতে হবে। মাল্টিভিটামিন বা ভিটামিন সি খাওয়ানো যেতে পারে। ঠোঁট কাটার পর ২/৩ দিন পর্যন্ত ভিটামিন দিয়ে যেতে হবে যাতে মুরগিগুলো পীড়ন বা স্ট্রেস থেকে রক্ষা পায়।

মুরগির ঠোঁট কখন কাটা উচিত

মুরগির শারীরিক অবস্থা সব সময় এক রকম থাকেনা। এই কারণে মুরগির ঠোঁট যখন তখন কাটা উচিত নয়। যে সকল ক্ষেত্রে মুরগির ঠোঁট কাটা উচিত নয় সেগুলি হলঃ

- মুরগির কোন রোগ হলে।
- মুরগির স্ট্রেস (ধকল/পীড়ন) দেখা দিলে।
- ভ্যাকসিন বা টিকা প্রদানের ২ দিন আগে পরে।
- মুরগী ডিম পাড়তে শুরু করলে।
- আবহাওয়া মারাত্মক আকারে পরিবর্তন হলে।
- সালফেট জাতীয় ঔষধ খাওয়ার ২ দিন আগে বা পরে।

ঠোঁট কাটার সময় সাবধানতা

১. ঠোঁট কাটার যন্ত্রটি (ডিবেকিং মেশিন) অবশ্যই উন্নতমানের হওয়া উচিত।

২. ঠোঁট কাটার সময় যেন রক্তপাত না ঘটে, আর রক্ত বের হলেও তা যেন সামান্য হয় এবং তাড়াতাড়ি বন্ধ হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩. কেবল সুস্থ ও সবল বাচ্চা এবং বড় মুরগির ঠোঁট কাটতে হবে

৪. ঠোঁট এমনভাবে কাটতে হবে যাতে উপরের ঠোঁট এবং নিচের ঠোঁট সমান থাকে।

৫. ঠোঁট কাটার যন্ত্র ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করা।

৬. ব্লেডের উত্তপ্ত হওয়ার তাপমাত্রা পরীক্ষা করা।

৭. মুরগির চোখ যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৮. দিনের ঠান্ডা সময়ে অর্থাৎ সকালে ঠোঁট কাটা।

৯. অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে ঠোঁট কাটা।

মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ
শিক্ষার্থী ও সাংবাদিক
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সে বিশ্ববিদ্যালয়,
ছাত্র হল (রুম-২১৬)
খুলশী, চট্টগ্রাম।
মোবাইল-০১৮১১৯৮৬৬০৫